এফসিবিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে শিরোপা নিলো মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ

মেহেরপুরে প্রথমবারের মতো শুরু হওয়া “মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩” এর পর্দা নেমেছে। মেহেরপুর সরকারি কলেজ ফুটবল মাঠে “মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩” এই আয়োজন শুরু হয়েছিল ২ জুন।

গতকাল শনিবার (১ জুলাই) বিকালে দর্শকদের মাঝে টান টান উত্তেজনা, আক্রমন পাল্টা আক্রমনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর প্রতিযোগিতার পর্দা নামলো।



ফাইনাল খেলায় মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ ও ফাস্ট ক্যাপিটাল অব বাংলাদেশ (এফসিবি) অংশ নেয়। ফাইনালে নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ গোলে ড্র থাকলে টাইব্রেকারে গড়ায় ম্যাচ। ভাগ্য নির্ধারণী টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে এফসিবিকে হারিয়ে মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশ চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জিতে নেন।

টুর্নামেন্টের ম্যান অফ দি ম্যাচ ও ম্যান অফ দি টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশের গোলরক্ষক সুমন আহম্মেদ এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা নির্বাচিত হয়েছেন বাওট শাপলা ক্লাবের অধিনায়ক সেলিম রেজা।



খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর

সভার সাবেক চেয়ারম্যান ও কৃতি ফুটবলার আব্দুর রহমান, আনিশা গ্রুপ ও রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান এমএএস ইমন, রাঙামাটির যুগ্ম জেলা জজ ও মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মিল্টন হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম।



এসময় মেহেরপুর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, জনতা ব্যাংকের সাবেক এজিএম ও কৃতি ফুটবলার আব্দুস সামাদ, সাবেক সহকারি অধ্যাপক ও কৃতি খেলোয়াড় শামীম বসির, প্রিমিয়াম সুইটস এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মাহবুবুর রহমান বকুল,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি রেসিডেন্ট ডা. সজীব উদ্দীন স্বাধীন উপস্থিত ছিলেন।

টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দল মোনাখালী ইউনিয়ন একাদশকে ৫০ হাজার টাকার প্রাইজমানি ও ট্রপি এবং রানার্স আপ দলকে ৩০ হাজার টাকার প্রাইজমানি ও ট্রপি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া সেমিফাইনালে অংশ নেওয়া দুটি দল বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ ও বাওট শাপলা ক্লাবকে ৫ হাজার টাকার প্রাইজমানি তুলে দেওয়া হয়।



এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, টুর্নামেন্টের আহবায়ক এমদাদুল হক, সদস্য সচিব মাহাবুব চান্দু, নির্বাহী সদস্য মাসুদ করিম ধলস, মনিরুল ইসলাম মনি, আনোয়ারুল হক কালু, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, সামসুজ্জামান শামীম, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মনিরুজ্জামান মঞ্জা, ইয়ারুল ইসলাম ও সেলিম রেজা।

খেলায় রেফারি ছিলেন, আব্বাছ উদ্দীন, সহকারি রেফারি ছিলেন, মাহবুব হোসেন ও সোহেল রানা।

[redacted]

[redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted] [redacted]’, ‘[redacted] [redacted] [redacted]’, ‘[redacted] [redacted] [redacted]’, ‘[redacted] [redacted]’, ‘[redacted] [redacted]-[redacted]’, ‘[redacted]-[redacted]’, ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]: [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]: ‘[redacted] [redacted] [redacted]’, ‘[redacted] [redacted] [redacted]’, ‘[redacted] [redacted] [redacted]’, ‘[redacted] [redacted]’, ‘[redacted] [redacted]-[redacted]’, ‘[redacted]-[redacted]’, ‘[redacted] [redacted]’ [redacted] ‘[redacted] [redacted]’.

[redacted] [redacted]: [redacted] [redacted] [redacted]

দামুড়হুদায় বীরমুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা স্বারক পুরষ্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব-সাংবাদিক সমিতি’র দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা স্বারক ক্রেস্ট প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ চত্ত্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা স্বারক ক্রেস্ট প্রদান, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থ মুভিং গ্রুপের চেয়ারম্যান দামুড়হুদা উপজেলার কৃতি সন্তান ইঞ্জিনিয়ার মো মজিবুল হক। অনুষ্ঠানের প্রধান অলোচক ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক-প্রকাশক সরদার আল আমিন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি শফিউল কবীর ইউসুফ, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আজিজুল হক আজিজ, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমীকলীগের সভাপতি হাজী আব্দুল কাদির, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু



আহমেদ রিংকু।

অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো মোমিনুল হক, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নান, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মোঃ মাকসুদুর রহমান রতন, কার্পাসডাঙ্গা বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মো আলমগীর রাসেল ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনুষ্ঠানের মধ্যমনি ইন্জিনিয়ার মো মজিবুল হক কে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচছা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

এরপর পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সদস্য মোমিনুল হক মনির, স্বাগত বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো হাবিবুর রহমান হবি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য মো জাহিদুর রহমান মুকুল।

অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির সকল কে রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে বরণ শেষে একটি করে ক্যামেরা ব্যাগ ও একটি করে গেণ্জি তুলে দেন নেন অতিথিবৃন্দ।

অন্তর্বর্তীকালিন জামিন পেলেন

সাংবাদিক তুহিন আরন্য

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলায় এক সপ্তাহ কারাবাসের পর অন্তর্বর্তীকালিন জামিন পেলেন সাংবাদিক তুহিন আরন্য।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ শহিদুল্লাহের আদালতে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক অন্তর্বর্তীকালিন জামিন আদেশ দেন। মামলার পরবর্তি ধার্য দিনগুলোতে হাজির হওয়ার শর্তে এ আদেশ দেন।

সাংবাদিক তুহিন আরন্য বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন বাংলাভিশনের আঞ্চলিক প্রতিনিধি এবং জাতীয় দৈনিক দেশ রুপান্তর ও বিডিনিউজ২৪ডটকম এর মেহেরপুর প্রতিনিধি।

মামলায় আসামি পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজনসহ একদল আইনজীবী এবং রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

আগে গত মঙ্গলবার (২০ জুন) মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক তার জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য বলেন, আসামির জামিনের বিরোধীতা করেছিলাম। বিজ্ঞ বিচারক আসামির অন্তর্বর্তীকালিন জামিন আদেশ দিয়েছেন।

আসামির পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, অধিকাংশ আইনজীবী আসামির পক্ষে আদালতের জামিনের জন্য দাড়িয়েছিলেন। বিজ্ঞ আদালত জামিন মঞ্জুর করেছেন। এর বেশি কিছু তিনি বলতে চাননি।

তার কয়েকদিন আগে ১৫ জুন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

এ সংক্রান্ত নিউজ আরও পড়ুন

মেহেরপুরে আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্য জেলে

মেহেরপুরে সাংবাদিক আবু আক্তার, রেক্সোনাসহ ৩ জন কারাগারে

আলমডাঙ্গায় নবাগত ইউএনওর সাথে সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

আলমডাঙ্গার নবাগত নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভা করেন উপজেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা। এছাড়াও উপজেলায় কর্মরত সিনিয়র সাংবাদিকেরা এ মতবিনিময় সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে অংশ নেন- আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাহিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক এনএইচ শাওন, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সনজু আহমেদ, আব্দুল্লাহ হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আলামিন হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি রাশেদুজ্জামান রাজিব, সহ-সভাপতি তানজিদ সোহেল হিরো, কার্যনির্বাহী সদস্য ইউনুছ আলী মন্ডল, সালাউদ্দিন, শাহরিয়ার শরিফ, সাংবাদিক ইখলাস হোসেন, নাসির উদ্দীন, রানা মাহমুদ।

এছাড়াও সৌজন্য ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেন সিনিয়র সাংবাদিক দৈনিক কালের কন্ঠ ও দৈনিক মাথাভাঙ্গার ব্যুরো প্রধান রহমান মুকুল, দৈনিক আমাদের নতুন সময় ও দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার অফিস প্রধান প্রশান্ত বিশ্বাস, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক আকাশ খবরের ব্যুরো প্রধান ফিরোজ ইফতেখার, দৈনিক সমকাল ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার অফিস প্রধান তানভির সোহেল, দৈনিক সময়ের আলো ও দৈনিক মাথাভাঙ্গার সহকারী ব্যুরো শরিফুল ইসলাম রোকন, দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন, দৈনিক দেশের বানীর ব্যুরো প্রধান এমদাদ হোসেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নতুন, আমিও এখানে নতুন যোগদান করেছি। উপজেলার সার্বিক উন্নয়নে আমাকে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। তাই উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সাংবাদিকদের ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পন স্বরুপ। আলমডাঙ্গা একটি আদর্শ এলাকা। এই এলাকার অনেক সুনাম রয়েছে। তাই উপজেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমি আলমডাঙ্গা উপজেলায় ভালো কিছু করতে চাই। এ জন্য সাংবাদিকদের

সহযোগিতা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, সৌজন্যে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভা শেষে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে (ইউএনও)কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দিলেন আদালত

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন আদালত।

বুধবার দুুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিনাদেশ বৃদ্ধি করে পরবর্তি শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আলমগীর হোসেন, নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

বিপাশার আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, বিপাসার শিশু সন্তান অসুস্থ থাকায় মানবিক বিবেচনায় বিজ্ঞ বিচারক তারসহ অপরাপর তিন আসামির জামিনাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আগামী ৬ জুলাই শুনানীর দিন ধার্য করেছেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একই আদালত একই মামলায় বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে এবং গত বৃহস্পতিবার ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

এফসিবি’র প্রতিপক্ষ মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর সেমিফাইনাল খেলায় বাওট শাপলা ক্লাবকে ২-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে এই উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলার প্রথম অর্ধের ১৩ মিনিটের সময় মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের পক্ষে দলীয় স্ট্রাইকার গাফ্ফারের দৃষ্টিনন্দন গোলে এগিয়ে যায় দলটি। এরপর দ্বিতীয় অর্ধের ২৮ মিনিটের সময় আরেকটি গোল দেন মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের ফরোয়াড শোভন।

তবে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে উভয় দলই একাধিক করে গোল সুযোগ হারান।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন মোনাখালি ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের পক্ষে ফরোয়াড আব্দুল গাফ্ফারকে। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।

তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক, মেহেরপুর সকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শারীরিক শিক্ষক ও প্রাক্তন খেলোয়াড় রমজান আলী, অবসরপ্রাপ্ত কৃতি ফুটবলার ও মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা ও প্রাক্তন খেলোয়া আব্দুস সালাম, মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের সদস্য সচিব মাহাবুব চান্দু, প্রাক্তন খেলোয়াড় আমিরুল ইসলাম অল্ডাম।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, মনিরুজ্জামান মনি, মুস্তারুল ইসলাম মঞ্জা, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন সোহেল রানা। তাকে সহযোগীতা করেন আব্বাছ উদ্দীন ও মনিরুল ইসলাম। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন ইয়ারুল ইসলাম। খেলার ধারাভাষ্যে ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন। উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল ১ জুলাই ফাইনাল খেলা একই মাঠে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ ও ফাস্ট ক্যাপিট্যাল আব বাংলাদেশ (এফসিবি) মধ্যে লড়াই হবে।

মেহেরপুরে আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্য জেলে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় বাংলিাভশেনর বিশেষ প্রতিনিধি, দেশ রুপান্তর ও বিডিনিউজ২৪ এর মেহেরপুর প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিকে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন। তুহিন আরন্য এর আগে প্রথম আলো, এনটিভি ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

মামলায় আসামির পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজনের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে একই আদালত একই মামলায় ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা, ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকেও জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়।

এরপর তারা উচ্চ আদালতে চার্জশিটের তথ্য গোপন করে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন। উচ্চ আদালতের জামিনাদেশ শেষ হলে বৃহস্পতিবার ওই তিনজন এবং মঙ্গলবার তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক।

এর আগে গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের তারা জামিনে আছেন। বাকিরা উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। এদের মধ্যে চারজন পৃথক দিনে মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে

মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো অভিযুক্ত মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

কোটচাঁদপুরে সাংবাদিক নাদিমের হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

জামালপুরের বকস্গিঞ্জের বাংলা নিউজ ও ৭১ টেলিভিশনের সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন কোটচাঁদপুরের সাংবাদিক সমাজ। রবিবার সকাল ১০ টায় স্থানীয় বাজার চত্বরে এ মানববন্ধন করা হয়।

জানা যায়,সম্প্রতি জামালপুরের বকস্গিঞ্জের বাংলা নিউজ ও ৭১ টেলিভিশনের সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম কে দূবৃত্তরা হত্যা করেছেন।

ওই ঘটনার পর সারাদেশের সাংবাদিক সমাজ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন,সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, টেলিভিশন, অনলাইন ও পত্রিকায়।

এর ধারাবাহিকতায় কোটচাঁদপুরের সাংবাদিক সমাজ রবিবার সকাল ১০ টায় স্থানীয় বাজার পায়রা চত্বরে মানববন্ধন করেন। ঘন্টা ব্যাপী চলে এ

মানববন্ধন। এ সময় সাংবাদিকরা তুলে ধরেন,সারাদেশের সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের ইতিহাস। বলেন,এ পর্যন্ত যতগুলো সাংবাদিক এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছে, তাদের পরিববার কেই বিচার পাননি।

সাংবাদিকরা বলেন,এর আগে যারা হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন,তাদের প্রত্যেকের বিচারের দাবী জানানো হয়েছে মানববন্ধন থেকে। তারা আরো বলেন,আগের সব সাংবাদিকদের ন্যায় নাদিম হত্যার বিচারও যেন বিলম্বিত না হয়,সেদিকে খেয়াল রাখার অনুরোধ করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন,কোটচাঁদপুরের সিনিয়র সাংবাদিক ও ভোরের কাগজের সাংবাদিক কামাল হাওলাদার, কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ক্লাবের সভাপতি ও সংবাদের প্রতিনিধি অশোক দে,দৈনিক স্পন্দের আলমগীর কবির, দিগন্ত বানী সম্পাদক শাহ জামান,মানবজমিন প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম, আমার সংবাদ প্রতিনিধি মইন উদ্দিন খান, আজকের পত্রিকা প্রতিনিধি সুব্রত কুমার, আলোকিত বাংলাদেশ প্রতিনিধি এস এম রায়হান উদ্দিন,বীর জনতা ও গড়ব বাংলাদেশ প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ বাশার, অগ্রযাত্রা প্রতিনিধি রমজান আলী, সোহেল চৌধরী, আবুল হাসান, আকিমুল ইসলাম সাজু,রোকনুজ্জামান,শামিম হোসেন, সোহাগ, শান্তি প্রমুখ।

মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ সেমিফাইনালে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট২০২৩ এর দ্বিতীয় রাউন্ডের দ্বিতীয় খেলায় শালিকা টাইগার ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে মোনাথালি ইউনিয়ন একাদশ সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আজ বুধবার বিকালে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথমার্ধের ১৫ মিনিটের সময় মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের রক্ষণভাগের খেলোয়াড় রুমন একটি গোল করে তার দলকে এগিয়ে নেন। এরপর উভয় দলই মরিয়া হয়ে ওঠেন গোল দিতে। কিন্তু আর কেউ কোনো গোল দিতে পারেনি। তবে, উভয় দলই বারবার গোল দেওয়ার সুযোগ তৈরী করতে পারলেও গোল পোষ্টে বল প্রবেশ করাতে পারেনি। খেলায় মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের

ফরোয়ার্ড রুমনকে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।

রুমনের হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন খেলা পরিচালনা কমিটির আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, সদস্য শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম ও ধারাভাষ্যকার রুহুল আমিন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সদস্য সচিব মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমীন, আহবায়ক কমিটির সদস্য হাসানুজজামান বাবু, সেলিম রেজা, জাহাঙ্গীর আলম, মাহাবুব হাসান ডালিম প্রমুখ।

রেফরি হিসাবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন মাহাবুবুর রহমান, সহকারি রেফারি ছিলেন, আব্বাছ উদ্দীন ও সোহেল রানা। চতুর্থ রেফরি ছিলেন টুটুল আহমেদ।

ধারাভাষ্যে ছিলেন আমুঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন।